R.N. No 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, ব্রাস
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৫ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
২২শে সেপটেম্বর, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষ্টাম্প ১৪

বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিক্ষকদের বামফ্রন্ট শিক্ষার প্রচার চালাতে হবে

বিশেষ সংবাদদাতা : আগামী বর্ষ থেকে মুরশিদাবাদ জেলার কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী রাখা যাবে না। সেই সঙ্গে ৬ বছরের নীচে ভর্তিও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ নির্দ্দেশ জেলা স্কুল বোর্ডের কর্ত্তাদের। নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষকদের অবহিত করতে বিভিন্ন সার্কেলে প্রায় এক মাসব্যাপী যে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় তাতেই বোর্ডের কর্ত্তারা এ নির্দ্দেশ জারী করছেন। এই প্রশিক্ষণে জেলার প্রায় ৯ হাজার শিক্ষক যোগ দেন। শুরু হয় ৩১ আগষ্ট থেকে। মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিক শিক্ষায় বামফ্রন্ট প্রবর্তিত ব্যবস্থার সপক্ষে গ্রামে গ্রামে প্রচার গড়ে তোলা। জানা গেছে এ নিয়ে পঞ্চায়েতগুলির তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে আরও জোরদার প্রচার চালানো হবে। প্রশিক্ষণ শিবিরে শিক্ষকদের কাছে বক্তব্য রাখেন স্কুল বোর্ডের সভাপতি অরুণ ভট্টাচার্য, বেসিক ট্রেণিং কলেজের অধ্যক্ষ কৃতি সোম ও বিভিন্ন সার্কেলের এস আইরা। বক্তারা নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষককে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ব্যাপক প্রচার চালাতে বলেছেন। এস আই পূর্ণেন্দু মণ্ডলের মতে, আগের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ছিল ত্রুটিপূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক। তুলনায় নতুন ব্যবস্থা অনেক সুপরিকল্পিত এবং বিজ্ঞান-সম্মত। শিক্ষকদের উচিত স্কুলের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে অভিভাবকদের কাছে এ কথাটা বোঝানো। শ্রীমণ্ডল বলেন, প্রাথমিক স্কুলগুলির দুরবস্থার কথা তারা জানেন। ঘর নেই, ম্যানেজিং কমিটি বহু দিনের পুরোণো। ধীরে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঈদে শক্তিপুরে ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবেন পুলিশ সুপার

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : আসন্ন ঈদে শান্তিরক্ষার জন্য বেলডাঙ্গার শক্তিপুরে ব্যাপক পুলিশী প্রহরা বসানো হয়েছে। জেলার ৪ মহকুমা থেকে সমস্ত পদস্থ অফিসারকে শক্তিপুরে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঈদের দিন ঐ এলাকায় স্বয়ং পুলিশ সুপার অনিল গুপ্ত উপস্থিত থেকে শৃংখলা রক্ষায় পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করবেন বলে ঠিক হয়েছে। গোয়েন্দা অফিসারদেরও ঐ এলাকায় পাঠানো হয়েছে। গত আগষ্টে শক্তিপুরে যে অশান্তি হয় তাতে পুলিশী ব্যর্থতার সমালোচনা হওয়ায় পুলিশ আগে থেকেই সতর্ক হয়ে ব্যাপক পুলিশ সমাবেশের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জেলার বামফ্রন্ট নেতারাও ঐ এলাকায় যাতে কোনোরকম অশান্তি না হয় তা দেখতে বেলডাঙ্গার স্থানীয় কর্মীদের তৎপর হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সি পি এম এবং আর এস পি উভয় দলই ঈদের দিন জেলার স্বদলীয় দুই মন্ত্রীকে বহরমপুরে উপস্থিত থাকতে বলেছেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘিতে ডাকাতির পিছনে পুলিশ ও ডাক্তারবাবুরা জড়িত ?

বিশেষ সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানা এলাকায় ব্যাপক ডাকাতির ঘটনার পিছনে পুলিশের একাংশ এবং হাসপাতালের ডাক্তারদের মধ্যে কেও কেও জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। সোমবার রাত্রে পিলকী গ্রামে ভয়াবহ ডাকাতিতে এক ব্যক্তির নৃশংসভাবে মৃত্যুর ঘটনার পর এই অভিযোগ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। একদল সশস্ত্র ডাকাত সোমবার রাত্রে পিলকী গ্রামে ধনঞ্জয় মণ্ডলের বাড়িতে চড়াও হয়। ডাকাতেরা কুড়ুল দিয়ে ধনঞ্জয়কে এলোপাথারি আঘাত করে। ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ধনঞ্জয়ের বয়স প্রায় ৮৬ বছর। তিনি ডাকাতদের বাধা দেননি। তবু এই নৃশংস হত্যার কারণ এখনও রহস্যময়। ডাকাত দলের হাতে ধনঞ্জয়ের ছেলে সুনীল, নাতি ও গৃহবধূরাও আহত হন। ডাকাতেরা নগদ ও গহনায় প্রায় ২০ হাজার টাকার সামগ্রী লুঠ করে। পালাবার পথে তারা বাধা পায় একদল গ্রামবাসীর কাছে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'জঙ্গিপুর বার্তা' নিয়ে বিরোধ, অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : চার মাস পেরুতে না পেরুতেই পাক্ষিক 'জঙ্গিপুর বার্তা' গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠায় ঐ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সরকারী নিয়ম ভেঙ্গে প্রকাশনা এবং সম্পাদক বদল নিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের কাছে একটি গুরুতর অভিযোগও পেশ করা হয়েছে। এই অভিযোগ এনেছেন সুনীল সিংহসহ আরও ৩ জন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে এস ডি ও'র এজলাসে শুনানীও অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী রেজিষ্ট্রেশন না পেয়ে পত্রিকা প্রকাশ আইন সিদ্ধ নয়। তবে বুলটিন হিসেবে কয়েকটি সংখ্যা অস্থায়ীভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। 'জঙ্গিপুর বার্তা' নাকি এ নিয়ম মেনে চলেননি। দ্বিতীয় অভিযোগ, স্বত্বাধিকারীদের অনুমতি না নিয়ে সম্পাদক বদল। প্রত্যেৎ মুখার্জিসহ কয়েকজন ঐ পত্রিকাটি চালু করেন। তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুনীল সিংহ। পরে স্বত্বাধিকারীদের অনুমতি না নিয়েই নাকি সুনীলবাবুকে সরিয়ে সম্পাদক হিসেবে অপূর্ব সেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই নিয়েই বিরোধের শুরু। বর্তমানে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকের সঙ্গে আর ঐ পত্রিকার কোন সম্পর্ক নেই।

এস আইরা ফাঁকিবাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিভিন্ন সার্কেলের স্কুল পরিদর্শকেরা ঠিক মত কাজ করছেন না। অনেকে আবার অফিসেও আসছেন না। ফলে বহু প্রাথমিক শিক্ষককে অসুবিধের মধ্যে পড়তে হচ্ছে—এ অভিযোগ এ বি পি টি এ'র জেলা সম্পাদক মহাদেব সাহার। শ্রীসাহা সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জে সমিতির এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই অভিযোগ করেন। তিনি আরো বলেন—বহু প্রাথমিক শিক্ষক রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে এত ব্যস্ত যে স্কুলেও ঠিকমত যাচ্ছেন না। এর ফলে স্কুলগুলির শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে। এ বি পি টি এ চাই এ জিনিস বন্ধ হোক।

ডাকাতের প্রহারে ৪ জনের মৃত্যুশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা : শুক্রবার রাত্রে সাগরদীঘির রামনগর গ্রামে ডাকাতির ঘটনায় ডাকাতদের হাতে নৃশংসভাবে প্রহৃত ৪ জনের অবস্থা এখনও আশংকাজনক। তাদের হাসপাতালে রাখা হয়েছে। ডাকাতদের প্রহারে আহত অন্য ৩ জনের অবস্থা অবশ্য অপেক্ষাকৃত ভাল। খবরে প্রকাশ, ঐ দিন মধ্য রাত্রে রামনগর গ্রামে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এস ডি ও বদলি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক জি, বালচন্দ্রন বদলি হলেন। তাঁর জায়গায় আসছেন পি এস ক্যাথিরেশন ওরফে অম্বিকাপতি। শ্রীক্যাথিরেশন বর্তমানে জলপাইগুড়িতে ট্রেণিং-এ আছেন। জঙ্গিপুর থেকে জি, বালচন্দ্রন অতিরিক্ত জেলা শাসক (এ ডি এম)-এর দায়িত্ব নিয়ে মেদিনীপুরে যাচ্ছেন। সম্ভবতঃ ৩ অক্টোবর মহকুমা শাসক পদে শ্রীক্যাথিরেশন যোগ দেবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

কলেজে অশান্তি

আমাদের পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত 'কলেজে অশান্তি, অধ্যাপক লাঞ্ছিত' শীর্ষক সংবাদে সকলেরই, বিশেষতঃ অভিভাবক সমাজের মহা দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২২ ভাদ্র কিছু ছাত্রের অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ ও বচসার ফলশ্রুতি হিসাবে বাণিজ্য বিভাগের জনৈক অধ্যাপক লাঞ্ছিত হন। অফিস ঘরের আসবাব-পত্র ও কাচের আলমারী ভাঙচুর হয়। লাঞ্ছিত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ক্লাস ফাঁকি দেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এই অভিযোগ পাইয়া উক্ত অধ্যাপককে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠান। ইহার পর অধ্যাপকগণ দ্বি-মতে বিভক্ত হন এবং উভয় পক্ষ হইতে চীৎকার চেঁচামেচি চলিতে থাকে। উত্তেজনার মধ্যে অধ্যক্ষ মহাশয়ের ঘরেও তাণ্ডব চলে ও জিনিসপত্র ভাঙচুর হয়। অপর কিছু অধ্যাপকেরও হেনস্থা হয়।

কলেজের এই পরিস্থিতিতে উত্তেজনা চলিতে থাকে। এই উত্তেজনা প্রশমিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে মধুর সম্পর্ক না থাকিলে শিক্ষার আবহাওয়া বিনষ্ট হইতে বাধ্য। তদুপরি কলেজে নানা ছুটি-ছাটা, ধর্মঘট ইত্যাদির কল্যাণে পড়াশুনা যথেষ্ট বিঘ্নিত হয়। এইরূপ অবস্থার ফলভোগ করিতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদেরই।

পরীক্ষা পাসের হার কমিলেও কলেজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটে না; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হন ছাত্রসমাজ ও অভিভাবক-কুল। এমতাবস্থায় কলেজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। সকল স্তরেই কর্মনিষ্ঠা থাকা দরকার। আর ইহার জন্য চাই আত্মসমীক্ষা। ছাত্র-সমাজ নিজ কর্ম নিষ্ঠাসহ সম্পাদন করিবেন। আবার অধ্যাপকগণও নিজ নিজ দায়িত্বে সচেতন থাকিয়া আপনাদের কর্ম করিবেন। উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সুষ্ঠু বোঝাপড়া না হইলে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের 'স্পিরিট' থাকিবে না। দায়িত্বশীল নাগরিকগঠন কার্যে প্রচণ্ড আঘাত আসিবে যাহা আদৌ অভিপ্রেত নহে। জঙ্গিপুর কলেজে সুস্থাবস্থা ফিরিয়া আসুক—ইহা সকলেরই কাম্য।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

এই মহকুমার এক গ্রামের রাস্তায় ঘুরছিলাম। মোটামুটি বড় গ্রাম। রাস্তাঘাট সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। জেলেপাড়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি বাড়ির দিকে চোখ গেল। বন্যায় বাড়ির একদিকের দেয়াল গিয়েছে পড়ে। চালে খড় নাই। বাড়ির সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। বছর ষোল-সতের হবে। বিষণ্ণ রুগ্ন চেহারা। সামনের খোলা উঠানে একটা হাড় জিরজিরে ছাগল শুকনো পাতা চিবুচ্ছিল। সব কিছুর মধ্যে একটা হতশ্রী অবস্থা।

সে মুহূর্তে আমার মনে পড়ল আমিনাকে। গোফুরের মেয়ে।

'গ্রামের শেষে মাঠের ধারে গফুর জোলার বাড়ি, একখানা ঘর ও দাওয়া। বাড়ির মাটির পাঁচিল পড়িয়া গিয়াছে, চালে খড় নাই। সেইখানে কোন মতে গফুর আর তার মেয়ে মাথগুঁজিয়া দিন কাটায়.....

বিঘা চারেক জমি সে ভাগে চাষ করে, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা, মাঠে ধান শুকাইয়া গিয়াছে। দিন মজুরিও জোটে না। বাপ-বেটিতে দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না।'

সাবেককালের গাঁয়ের ছবির এখন অনেকটা রদবদল হয়েছে। বাঁশের ঝাড়ের ঘুটঘুটে অন্ধকার, ম্যালেরিয়া—প্যাচ্‌পেচে কাদা, পথঘাটের অভাব—অনেক গ্রামেই কমে এসেছে। রাস্তা-ঘাটের উন্নতি হয়েছে। রাস্তার পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের তার চলে গেছে। অনেক গাঁয়ে বিজলিবাতিও জ্বলছে। তবে আমিনা, গফুর, অন্নদাদি, কেষ্টধন—এই ধরনের অসংখ্য নির্যাতিত মানুষরা কিন্তু গ্রাম থেকে হারায়নি। পল্লীসমাজের বেণী ঘোষালের দল এখনও গাঁয়ের মাটিতে মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসে রয়েছে। পল্লী জীবনের বাস্তব পরিবেশের মধ্যে সমাজ ও ধর্মের অন্তঃসারশূন্য অনুশাসন এখনও চলছে। গাঁয়ে গঞ্জে প্রগতির বন্যা এলেও আজও পণপ্রথার বিলোপ ঘটেনি। কালো মেয়ে আজও পরিবারের তথা সমাজের সমস্যা। নারী স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও নারী নির্যাতন এখনও বন্ধ হয়নি। অথচ আমরা প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের সতের তারিখের দিকে নজর রেখে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের রূপকার শরৎচন্দ্রের জন্ম সপ্তাহ পালন করে আসছি। মনে হয় বিদ্যা বুদ্ধি প্রগতি সংস্কৃতি সবই আমাদের বাইরের খোলসমাত্র।

মণি সেন

দেশপ্রেমিকার দেহান্ত

সত্যনারায়ণ ভকত

মৃণাল দেবী—নেতাজীর অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত একটি নাম। এই সেদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে জীবিত। আর এক মাস বেঁচে থাকলেই নসত্তর বছর বয়সে পা দিতেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। তার আগেই ১০ সেপটেম্বর গভীর রাতে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। চিরতরে ছেড়ে গেলেন তাঁর জন্মভূমি প্রিয় রঘুনাথগঞ্জ শহরকে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিযুগের এক অধ্যায়ের অবসান ঘটল। জন্ম রঘুনাথগঞ্জে ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৯ কার্তিক রবিবার। বাবার নাম শিবচন্দ্র রায়, মায়ের নাম সুশীলাসুন্দরী দেবী। মাত্র বার বছর বয়সে ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মৃণাল দেবীর বিয়ে হয়। দু'বছরের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু। সেই থেকেই তাঁর বৈধব্য জীবন। মৃণাল দেবী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন ছোট বেলাতেই। জামাইবাবু মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মৃণাল দেবীকে স্বদেশী আন্দোলন এবং নেতাজীর ছবি দেখিয়ে আত্মত্যাগের কথা বলে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন টাটা কোম্পানীর নোয়ামুণ্ডি শাখার ফোরম্যান। মৃণাল দেবীর লেখার অভ্যেস ছিল ছোট থেকেই। কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত নিশিথ কুণ্ডু সম্পাদিত 'আগরণ' পত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা এবং নারী আন্দোলন বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপা হত। বেথুন স্কুলে পড়ার সময় পেডী হত্যা মামলায় প্রথম তাঁর জেল হয় ১২ দিনের। ১৯৭৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা নিজেই জানান।

১৯২৮ সালে লাহোর জেলে 'রাজ-বন্দীদের মুক্তি' এবং তাঁদের সঙ্গে 'যথাযোগ্য সম্মানসূচক আচরণ' এর দাবিতে সতীন সেন, যতীন দাস প্রমুখ বিপ্লবী যখন অনশন শুরু করেন তখন মৃণাল দেবীর বয়স মাত্র ১৪ বছর। তিনিও এই দাবির সমর্থনে অনশনে সামিল হন। নেতাজী ওই সময় দু'বেলা তাঁকে দেখতে আসতেন। সেই থেকেই নেতাজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়। ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত রাজগুরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মৃণাল দেবীকে দেখতে চাইলে তাঁকে লাহোর নিয়ে যাওয়া হয়। সাক্ষাতের সময় পুলিশ জেলেই মৃণাল দেবীকে গ্রেফতার করে লাহোর থেকে কলকাতা পাঠিয়ে দেয়। এবং আলিপুরে তাঁর কাকার বাড়ীতে তাঁকে নজরবন্দী অবস্থায় অন্তরীণ করা হয়।

কলকাতার হাজরা পারকে বিপিন-বিহারী গাঙ্গুলী এবং লাবণ্যপ্রভা দত্তর জনসভায় পুলিশের গুলি উপেক্ষা করে একজনের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে পুলিশের বেয়নেটের আঘাতে অথম হন তিনি। সেখান থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে আলিপুর সেনট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি জিয়াগঞ্জ চলে আসেন তাঁর দিদির বাড়ীতে।

১৯৩০ সালে জিয়াগঞ্জের বারোয়ারি-তলায় অসহযোগ আন্দোলনে তিনি গ্রেফতার বরণ করেন। লালবাগ আদালতের বিচারে তাঁর ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়। বহরমপুর সেনট্রাল জেলে তাঁকে আটক রাখা হয়। একই দাবিতে বহরমপুর জেলে তিনি ১৫ দিন অনশন করেন। সেলে বন্দী থাকার সময় চোখ নষ্ট হয়ে যায়। বহরমপুর জেলের গেটে ছেড়ে দিয়ে সেখানেই আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং পাটনা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। পাটনায় দু'মাস রাখার পর আলিপুরে অন্তরীণ করে রাখা হয়। সেই সময় পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে একদিন জামাইবাবুর সঙ্গে জিয়াগঞ্জে বেড়াতে এসে দেখেন পুলিশ বাড়ীটাকে ঘিরে রেখেছে। তখন তিনি ম্যালে-রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ। পুলিশ অসুস্থ অবস্থাতেই তাঁকে গ্রেফতার করে লালবাগ আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। তিনি দোষী কি না—লালবাগ মহকুমা হাকিমের এই প্রশ্নের উত্তরে মৃণাল দেবী বলেন, 'দেশসেবা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি অপরাধী।' মৃণাল দেবীর কথা শুনে মহকুমা হাকিমের মনকে নাড়া দেয়। তিনি চাকরীতে ইস্তফা দেন মৃণাল দেবী ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তারপর রাজবন্দী হিসেবে সাড়ে সাত বছর তাঁকে বহরমপুর সেনট্রাল জেলে আটকে রাখা হয়। ১৯৩৬ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি লালবাগ, বহরমপুর এবং জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেসের সভানেত্রী এবং মুরশিদাবাদ জেলা মহিলা সমিতির সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। সেই সময় নেতাজীর সঙ্গে তাঁর প্রায়ই সাক্ষাৎ হত এবং নেতাজী তাঁর খবর নিতেন। অন্তর্ধানের আগে এবং পরে নেতাজীর সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ ছিল। এবং তিনি বিশ্বাস করতেন, নেতাজী ফিরে আসবেন। সেজন্যে আমৃত্যু তিনি অপেক্ষাও করে ছিলেন।

ফরাক্কায় নতুন কমিটি

ফরাক্কা : ৮২-৮৩ বর্ষের জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের ৩০ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে বেণুবদন দাস ও অনুপ মৈত্র। নির্বাচনের মাধ্যমে এই কমিটি গঠিত হয়।

প্রধান শিক্ষক পুরস্কৃত

সাগরদীঘি : স্থানীয় এস এন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। নতুন দিল্লীতে এবারের শিক্ষক দিবসে রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-এর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ওই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। পুরস্কার নিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি এখানে ফিরে এলে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

বেকার সাবধান

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রশিক্ষণের নামে বেকারদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের জন্য বিভিন্ন ভুয়া সংস্থা মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে ভিড় জমিয়েছেন। রঘুনাথগঞ্জেও এই রকম একটি সংস্থা 'আমিন ট্রেণিং কোর্স' চালুর নামে ৭৬ জন যুবকের কাছ থেকে ৩৪ টাকা করে আদায় করেছিলেন। এ ব্যাপারে কিছু যুবকের সন্দেহ দেখা দেওয়ায় তারা সমস্ত ঘটনা প্রধান শিক্ষক রমাপতি মণ্ডলকে জানান। শ্রীমণ্ডলকে ঐ সংস্থা সম্পাদক হিসাবে চিহ্নিত করে তাঁর স্কুলেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। অভিযোগ পেয়ে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য তিনি আগন্তুক সংস্থার কাছ থেকে সরকারী অনুমোদনের কাগজপত্র দেখতে চান। কিন্তু তারা কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেন নি। পরে ৭৬ যুবককে তাদের দেয় টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়।

মহিলা সমিতি নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালিয়া : সাগরদীঘির বিষ্ণুপুর গ্রামের মহিলা সমিতির বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ তুলে এনিয়ে তদন্তের দাবী জানানো হয়েছে। অভিযোগগুলির মধ্যে আছে, কার্যকরী সমিতি গঠনে স্বজনপোষণ, বার্ষিক হিসাবে গড়মিল প্রভৃতি।

রিভলবার উদ্ধার

ফরাক্কা : সম্প্রতি ফরাক্কা পুলিশ এক কালভার্টের তলা থেকে একটি বেআইনী রিভলবার উদ্ধার করেছে। এ ব্যাপারে কাওকে গ্রেপ্তার করা হয় নি।

দাবীপত্র পেশ

ধুলিয়ান : সি ডি এল কর্মীদের নিয়মিতকরণ, বকেয়া মজুরী ও বর্ধিত দুর্মূল্য ভাতা প্রদানের দাবীতে ধুলিয়ানে বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসারের কাছে একটি দাবীপত্র পেশ করা হয়েছে। খবরটি জানিয়েছেন বন বিভাগের ওয়ারকারস্ এ্যাণ্ড গার্ডস্ ইউনিয়নের সম্পাদক।

মহিলা কনভেনসন্

রঘুনাথগঞ্জ : কালাকানুন বাতিল, পণপ্রথা রোধ প্রভৃতির দাবীতে শুক্রবার রঘুনাথগঞ্জ পৌরবাজারে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির একটি কনভেনসন্ অনুষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে মহিলাদের দায়িত্ব নিয়ে কনভেনসনে মূল ভাষণ দেন জেলা নেত্রী মিনতী বিশ্বাস। কনভেনসনে সভাপতিত্ব করেন মির্জাপুর গার্লস স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা শিপ্রা কৈলঠা।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদলেত
নিলামের দিন ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৮২
মোকর্দ্দমা নং ৪-৭৯ মনিআর্ডী
ডিক্রীদার—নাকফুরী দাসী দিং
দেন্দার—দরবেশ সেখ দিং
দাবী ৭৩৯·৫৫ পঃ
থানা সাগরদীঘি মৌজে বিপ্রকালী খং নং ১৮৮, ৯১ দাগ নং ৩, ৪০, ৪১, ৪২২। ৭১ শতক মধ্যে ১০ শতক দক্ষিণ ছ্যা ১২ শতক মধ্যে ৪ শতক আঃ ৮০০৲

জীবনকে হাসি-আনন্দে ভরিয়ে তুলতে **স্বল্প সঞ্চয়**-এর শরিক হোন।

স্বল্প সঞ্চয়-এর এজেণ্ট
শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
বালিঘাটা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেণ্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্যাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

জায়গা বিক্রী
ম্যাকেঞ্জি পার্ক সংলগ্ন বাসোপযোগী ১৬ কাঠা জমি বিক্রয় আছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।
সুভাষ সেনগুপ্ত
রকমারি
ফাঁসিতলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

Abridged Quotation Notice

Sealed quotations in plain paper from bonafide owners of Private Cars are invited for Supplying 'Private Car' on hire for use of the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad.

The quotations will be received upto 3-00 P. M. on 20. 10. 82 and opened immediately on the same date.

The other details may be seen at the aforesaid office on any working days upto 4-00 P. M.

B. K. Dasgupta
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division,
P. O. Raghunathganj, Dt. Murshidabad

ফোন নং : ২৬২
চৌধুরী ভাই
৩০, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর
॥ চার্চের মোড় ॥
গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।
চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষার প্রচার চালাতে হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধীরে গণমুখী শিক্ষা চালু করতে সব কিছু পাল্টাতে হবে। একই সুরে এস আই নির্মলেন্দু গোস্বামীও গত ৩০ বছরের শিক্ষাক্রমের সমালোচনা করেন। কৃতি সোমের ভাষণ সর্বত্রই ছিল বেশ বিশ্লেষণাত্মক। তিনি বলেন, 'কোঠারী কমিশন' শিক্ষা সংস্কারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই পরামর্শ গ্রহণ করে বামফ্রন্ট প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা চালু করেছেন। এবং পরীক্ষা পদ্ধতি উঠিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে শিক্ষা আরও ব্যাপক হবে। শ্রীসোম জানান, ভারতবর্ষে ৭০ শতাংশ শিশুর শিক্ষা তুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত উঠতে পারে না। পশ্চিমবাংলায় এত দিন এ অবস্থা চলেছে। এখন তা পাল্টাবে।' নতুন শিক্ষাক্রমে পাস-ফেল উঠিয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতি কিভাবে রূপায়ণ করতে হবে প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়। এই পদ্ধতিতে বছরে তিনটি পর্বে পাঠ্যসূচী, সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হবে। ৩৯, ৫৯ এবং তার উর্ধ্বে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ক, খ এবং গ স্তরে ছাত্রদের বিভক্ত করা হবে। বোর্ডের কর্তারা পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ করা সম্পর্কে একাধিক প্রাথমিক শিক্ষকের প্রশ্নের কোন পরিষ্কার জবাব দিতে পারেননি। তবে এস আই পূর্ণেন্দু মণ্ডল জানান, 'ভর্তির জন্য পরীক্ষা নেওয়া আইন সিদ্ধ নয়।'

৪ জনের মৃত্যুশঙ্কা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যোগীন্দ্রনাথ মণ্ডলের বাড়িতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দেয়। নগদ ও গহনাপত্র মিলিয়ে প্রায় ৪০ হাজার টাকার সামগ্রী ডাকাতেরা লুঠ করে নিয়ে পালায়। এই ডাকাতিতে বুধবার পর্যন্ত পুলিশ কাওকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। রবিবার রাত্রে সাগরদীঘি থানার ধলো গ্রামের পাইকপাড়ার নুরু ইসলামের বাড়িতেও একদল ডাকাত চড়াও হয়। ডাকাতরা বোমা ফাটিয়ে গৃহস্বামীকে প্রহার করে সর্বস্ব লুণ্ঠন করে পালিয়ে যায়।

ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা আবদুস সাত্তারও ঈদের দিন যাতে শক্তিপুর এলাকায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকেন তার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। শুধু শক্তিপুরই নয় জঙ্গিপুরের অরঙ্গাবাদের উপরও নজর রাখা হয়েছে। জেলা পুলিশ বিভাগ আসন্ন দুর্গাপূজা ও মহরম উপলক্ষে অন্য জেলা থেকে পুলিশ আনার জন্য এখন থেকেই চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবার হিন্দুদের দশমী পূজোর পরদিন মহরম অনুষ্ঠান রয়েছে

বিড়ি শ্রমিকের পুনর্বহাল

জঙ্গিপুর : মুরশিদাবাদ জেলা বিড়ি মজদুর এ্যাণ্ড প্যাকার্স ইউনিয়নের ৪ জন ছাঁটাই হওয়া বিড়ি শ্রমিককে পুনর্বহাল করা হয়েছে। বিড়ি মুন্সী ও সিটু ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর শ্রমিকদের ছাঁটাই থাকা সময়ের মজুরি দেওয়ার সর্তে বিরোধের মীমাংসা হয় বলে সি পি এম সূত্রে জানানো হয়েছে।

ডাক্তারবাবুরাও জড়িত ?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামবাসীদের দাবী, তাঁদের ছোড়া গুলি ও তীরের আঘাতে ডাকাতদের ৪—৫ জন সঙ্গী জখম হলেও শেষ পর্যন্ত আহতদের নিয়ে তারা পালিয়ে যায়। ডাকাত পড়া বাড়ির আহত ব্যক্তিদের পরদিন জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই প্রতিবেদক এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে গিয়ে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন। এই তথ্য সম্পর্কে হাসপাতালের কর্মচারীরাও অনেকে নানা কথা বলেছেন। জানা গেছে সোমবার পিলকির ডাকাতিতে তীরবিদ্ধ দুই ডাকাত মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসে। এস ডি এম ও খন্দোকার মানোয়ার হোসেন নাকি গোপনে অপারেশন করে তাদের শরীর থেকে বিদ্ধ তীর বের করে দেন। এই ঘটনা ঘটেছে অত্যন্ত গোপনে। আগন্তুকদের আগমন ও চিকিৎসা সম্পর্কেও হাসপাতাল রেজিষ্টারে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। পুলিশ মহলকেও এই ঘটনার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তারা কোন রকম তৎপরতা দেখাননি। শুধু তাই নয় ডাকাতি সম্পর্কে তদন্তে সাগরদীঘি পুলিশের নিষ্ক্রীয় ভূমিকাও রহস্যের সৃষ্টি করেছে। সোমবার রাত্রের ঐ ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ পরদিন দুপুর পর্যন্ত খবর পেয়েও ঘটনাস্থলে যায়নি। এ দিকে ডাকাতি প্রতিরোধে থানা অফিসারদের কাজকর্ম নিয়ে সাধারণ পুলিশের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ক্ষুব্ধ পুলিশেরা অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে এস ডি পি ওকে থানার সামায়িক দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

একটি সুসংবাদ

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

মুর্শিদাবাদ

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।